দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

■ রফিকুল ইসলাম রবি

আজ শনিবার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সকাল ১০টায় একাডেমিক ভবনের সামনে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, প্রশাসনিক ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, একাডেমিক ভবন থেকে কর্মসূচি উদ্বোধন ও আনন্দ র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিবেন উপাচার্য প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ। সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাছিম। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ- এই তিন মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ২০০১ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের (বিএআই) হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তৎকালীন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএআইকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন এবং ৯ জুলাই সংসদে আইন পাস হয়। ১৫ জুলাই ২০০১ সনে তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রফেসর মোঃ শাদাত উল্লাকে প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে শেকৃবির ইতিহাস ১৬ বছরের হলেও উপমহাদেশের প্রচীনতম উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর ইতিহাস দীর্ঘ ৭৮ বছরের। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার নাম দেওয়া হয় দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। পরবর্তীতে এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম রাখা হয় বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ, এনিম্যাল সায়েন্স ও ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ এবং ফিসারিজ ও একোয়াকালচার অনুষদে মোট ৩৫টি বিভাগ রয়েছে। স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। তিন হাজার পাঁচশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পাস করে দেশ-বিদেশে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। ২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সংখ্যা ২২৬, কর্মকর্তা ২১০। গবেষণার জন্য রয়েছে পাঁচটি খামার। পাঁচটি হল রয়েছে, তিনটি ছেলেদের এবং দুটি মেয়েদের জন্য হয়েছে। সাউ সরিষা-১, সাউ সরিষা-২, সাউ সরিষা-৩, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আলুবীজ ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সফলতা, মধু চাষ, নন্দিনী ফুল, পরিবেশ সংরক্ষণে ছাদ বাগান, আধুনিক পশু চিকিৎসা, টমাটিলো, রুকোলা, সাদা ভুট্টা, জামারুসান মূলা, বিভিন্ন বিদেশি ফুলের উদ্ভাবনে সফলতা উল্লেখযোগ্য।